চুয়াডাঙ্গায় সড়ক দূর্ঘটনায় আলমসাধু চালক নিহত

চুয়াডাঙ্গা শহরের সরকারি ছাগল খামারের কাছে সড়ক দূর্ঘটনায় এক আলমসাধু (ভটভটি) চালক নিহত হয়েছেন। আজ বুধবার সকাল সাড়ে ৬টার দিকে এ দূর্ঘটনা ঘটে। নিহত আলমসাধু চালক হাবিব হোসেন (৪০) জীবননগর উপজেলার উথলী গ্রামের জমির উদ্দিনের ছেলে।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার এস আই মো. আব্দুস সায়েম জানান, দূর্ঘটনায় নিহত হাবিব হোসেন ইঞ্জিনচালিত অবৈধ যানবাহন আলমসাধুর চালক। সে তার নিজের আলমসাধুতে করে ফার্নিচার তৈরির কাঠ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা থেকে আলমডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। শহর অতিক্রম করে আলমসাধুটি ছাগল খামারের কাছে পৌছুলে কাঠভর্তি আলমসাধুর একটি চাকা ভেঙে উল্টে যায়।

আলমসাধু চালক হাবিব হোসেন আলমসাধুতে থাকা কাঠের নিচে চাপা পড়ে। স্থানীয় লোকজন তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠায়। হাসপাতালে পৌছার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

আরো পড়ুন-মেহেরপুরকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

মেহেরপুরে ধর্ষন মামলায় ঠিকাদার গ্রেপ্তার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঠিকাদার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য ও ইটভাটা ব্যবসায়ী মফিজুল ইসলাম(৪৮)কে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তাকে নিজ গ্রাম যুগিন্দা থেকে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম তাকে গ্রেপ্তার করে। সে ওই গ্রামের ফকির পাড়ার সাজাত হোসেনের ছেলে। বুধবার সকালে তাকে মেহেরপুর আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। একই সাথে ধর্ষিতার শারিরীক অবস্থা পরীক্ষার জন্য

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ জানায়, ভুক্তোভোগী ঐ মেয়ের বাবা মফিজুলের ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।

এরই সুবাদে ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ থেকে আর্থিকসহ বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তোভোগি দিনমজুরের মেয়েকে অদ্যাবদি ধর্ষন করে আসছে। শুধু তাই নয়, শারিরীক সম্পর্ক করতে অস্বীকার করলে ওই মেয়েকে মারধর করা হতো। সর্বশেষ গত ১০ ফেব্রুয়ারী মেয়েটিকে মারধর করলে ঘটনাটি প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে ওই মেয়েটি গাংনী থানায় একটি শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করলে পুলিশ মফিজুলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ ওবাইদুর রহমান জানান, ভুক্তোভোগী মেয়েটির অভিযোগের ভিত্তিতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ৯(১) ২০০০ ধারায় মামলা হয়েছে। যার নং-১৩ তারিখ ১১/০২/২০২০ ইং। মামলা গ্রহনের পরেই গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) সাজেদুল ইসলামের নেতৃত্বে এলাকায় অভিযান চালিয়ে মফিজুলকে তার নিজ গ্রাম থেকেই গ্রেপ্তার করা হয়।

আরো পড়ুন-মেহেরপুরকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

মেহেরপুরকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

মেহেরপুরকে শতভাগ বিদ্যুতায়ন জেলা হিসেবে ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বুধবার সকাল ১১টায় জেলা প্রশাসক হলরুমে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে তিনি এ ঘোষণা দেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন জন প্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন, জেলা প্রশাসক আতাউল গনি, পুলিশ সুপার এস.এম মুরাদ আলীসহ সরকারী দপ্তরের প্রধান ও বিভিন্ন

শ্রেণি পেশার মানুষ।

এ সময় ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিএনপি জোট সরকারের আমলে বিদ্যুত ঘাটতি নয় উৎপাদনেও ভাটা পড়েছিলো। সেই জায়গা থেকে দেশে এখন বিদ্যুত উদ্বৃত্ত। ফলে দেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে। শেখ কামাল আইটি ফার্ম উদ্বোধনের ফলে বেকারদের কর্মসংস্তানের সুযোগ হয়েছে।

দেশে তৈরি হবে দক্ষ জনবল। তিনি আরোও বলেন, আজ সাতটি জেলায় আর মুজিববর্ষেই দেশের সকল ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো জ্বলবে।

আরো পড়ুন – ২৩ উপজেলায় শতভাগ বিদ্যুতায়নসহ ৫ প্রকল্পের উদ্বোধন

‘খাস আদায়’ করছেন দুই যুব মহিলা লীগ নেত্রী

মেহেরপুরের মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্সের পিকনিক কর্ণার থেকে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে লক্ষ লক্ষ টাকা। গত দুই বছর ধরে বেসরকারী ব্যক্তিদের দিয়ে খাস কালেকশনের দায়িত্ব দেওয়ায় এ ঘটনা ঘটছে।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে টেন্ডার করা হলেও অজ্ঞাত কারণে টেন্ডার ছাড়াই পিকনিক কর্ণারটি লিজ দেওয়া হচ্ছে। তবে অভিযোগ রয়েছে কিছু লোককে সুবিধা পাইয়ে দিতে উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী আকলিমা খাতুন ও সাধারণ সম্পাদিকা তহমিনা খাতুনকে এই লিজ দেওয়া হয়েছে। তাদের দুইজনের নেতৃত্বে এগারো জন খাস কালেকশনের দায়িত্বে আছেন।

গত শনিবার সরেজমিনে গিয়ে জানা গেছে, জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে বাস প্রতি চারশ টাকা, মিনিবাস দুইশো টাকা, নছিমন-করিমন ও অটো ৫০ টাকা এবং মোটরসাইকেল প্রতি ১০ টাকা করে খাস আদায় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অথচ গাড়ি প্রতি চুলার নাম করে অতিরিক্ত একশো টাকা আদায় করা হচ্ছে যা রিসিপ্টে উল্লেখ নাই। পিকনিকের এই



নাজমুল ইসলাম নামের অন্য দোকান দার জানান, ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসে প্রতিদিন গড়ে ১০০টি গাড়ি আসে পিকনিক কর্ণারে। সে িেহেসব চারশ টাকা করে গাড়ি প্রতি হলে দুই মাসে আয় হয় ২৪ লাখ টাকা। এছাড়াও ডিসেম্বর থেকে এপ্রিল পর্যন্ত কমবেশি গাড়ি আসে এই পিকনিক কর্ণারে।

মৌখিকভাবে খাস আদায়ের লিজ গ্রহিতা মুজিবনগর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভানেত্রী তকলিমা খাতুন ও সাধারণ সম্পাদিকা তহিমনা খাতুন জানান, ইউএনও স্যার আমাদের শ্রমিক হিসেবে দায়িত্ব দিয়েছেন। আমরা টাকা তুলে উনার কাছে জমা দিব। উনি আমাদের কত কি দিবেন আমরা জানি না। আমরা এগারো জন এই খাস আদায়ের দায়িত্বে রয়েছি। আজ (গত শনিবার) সকাল থেকে বেলা সাড়ে ১২ টা পর্যন্ত ৮৪টি গাড়ির খাস আদায় করেছি।

মেহেরপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম বলেন, দুই বছর আগে তিনি কম মূল্য দেওয়ায় টেন্ডার পাননি। তার বিপরীতে ২৭ লক্ষ টাকা ডাক দিয়ে আরিফুল এনাম বকুল টেন্ডার পেয়েছিলেন। কিন্তু দুই বছর টেন্ডারের জন্য তাকে কিছু জানানোও হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন আওয়ামীলীগ নেতা জানান, কিছু জনকে এই সুবিধা দেওয়ার জন্য জেলা প্রশাসন থেকে কৌশলে তাদের দায়িত্ব দিয়ে খাস আদায় করাচ্ছেন। এতে সরকার প্রচুর রাজস্ব হারাচ্ছে।
মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) উসমান গনি বলেন, কাঙ্খিত মুল্য না পাওয়ায় ডিসি স্যারের নির্দেশনা মোতাবেক অভিজ্ঞ কিছু লোককে দায়িত্ব দিয়ে খাস আদায় করা হচ্ছে।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো: আতাউল গনি বলেন, মুজিবনগর স্মৃতি কমেপ্লক্স দেখভালের জন্য কোন অর্গানোগ্রাম নাই, কোন লোকবলও নাই। তিন বার টেন্ডার দেওয়া হয়েছে। কাঙ্খিত মূল্য না পাওয়ায় নিয়মানুযায়ী খাস কালেকশন করা হচ্ছে। মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে পূর্বের অভিজ্ঞতা আছে এমন কয়েকজনকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তবে বাগান ও সৌচাগার লিজের ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না।

মেপ্র/ইএম

[redacted]

[redacted]

গাংনীর নিশিপুরে মুদি দোকান ভূস্মিভুত, ৩ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী নিশিপুর আল সেফা ক্লিনিকে সামনে অবস্থিত জান্নাতি স্টোরে আগুন লেগে দোকানের সকল মালামাল পুড়ে গেছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত দেড়টার দিকে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। ফায়ার সার্ভিস দল আসার আগেই সব শেষ।

স্থানীয়রা জানান, রাত দেড়টার দিকে আগুন দেখে ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তুু ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌছানোর আগেই আগুনে সব পুড়ে গেছে।

দোকান মালিক নিশিপুর গ্রামের নিরব হোসেন রুবেল জানান, প্রতিদিনের ন্যায় সোমবার রাতে দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যান। রাতে দোকানে আগুন লাগার খবর পেয়ে ছুটে এসে দেখেন সব পুড়ে শেষ হয়ে গেছে।

আল সেফা ক্লিনিকের সিসিটিভিতে দেখা গেছে রাত ১টা ২৫ মিনিটের দিকে দোকান থেকে প্রথমে ধোয়া শুরু হয়েছে এর দোকানে রাখা ফ্রিজের কমপ্রেসার ফেটে গিয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। দোকানে রাখা কম্পিউটার, ফ্রিজ সহ ৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। সরকারী ভাবে সহযোগী কামনা করেছে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যবসায়ী রুবেল।

মেপ্র/ইএম

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মামলার এজাহার সুত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসের ২১ তারিখ থেকে আর্থিক সহ বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে ভুক্তোভোগি দিনমজুরের মেয়েকে ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত ধর্ষন করে আসছে।

এজাহার সুত্রে আরও জানা যায়, ভুক্তোভোগি মেয়েকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষন করে আসছে।

গাংনী থানার ওসি ওবাইদুর রহমান জানান, আসামীকে গ্রেফতারের প্রক্রিয়া চলছে।

মেপ্র/ইএম

শীতার্তের পাশে আমরা মেহেরপুর ভাবনা

মেহেরপুরের সেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ভাবনা’র উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র ও শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুরে মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টার মিলনায়তনে শীতবস্ত্র ও শিশুদের মাঝে পোশাক বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর ভাবনার সভাপতি সোহরাব হোসেনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন উপস্থিত থেকে শীতবস্ত্র ও শিশুদের পোশাক বিতরণ করেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক তৌহিদ উদ দ্দৌলা রেজা। বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ভাবনার রাতুল আহমেদ নুসরাত জামান শাকিল রেজা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের ২০০ শীতার্তের মাঝে শীতবস্ত্র সহ শিশুদের পোশাক বিতরণ করা হয়।

মেপ্র/আরপি

ঝিনাইদহে স্ত্রী হত্যা মামলায় স্বামীর ফাঁসির আদেশ

ঝিনাইদহে স্ত্রী হত্যার দায়ে স্বামীকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছে আদালত। মঙ্গলবার দুপুরে ঝিনাইদহের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের (জেলা ও দায়রা জজ) বিচারক সিএমএ আলিম আল রাজী এ রায় দেন।

দন্ডিত দিদার লস্কার শৈলকুপা উপজেলার রাজনগর গ্রামের মৃত মকলেছুর রহমানের ছেলে। দন্ডপ্রাপ্ত আসামী পলাতক রয়েছে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর দিদার লস্কার যৌতুকের দাবিতে তার স্ত্রী শিলা খাতুনকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে। এমন খবর পেয়ে শিলা খাতুনের পরিবারের লোকজন দিদারের বাড়িতে গিয়ে দেখতে পান তার মৃতদেহ পড়ে আছে। স্বামী দিদার লস্কার তার পুত্র সন্ত্রানকে নিয়ে পালিয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্যে মর্গে পাঠায়।

এ ঘটনায় মৃত্যুর পরদিন ২০১২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর নিহতের মা হাসিনা বেগম বাদী হয়ে ৩ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। দীর্ঘ তদন্ত ও শুনানী শেষে ১নং আসামী দিদার লস্কারকে দোষী প্রমাণিত হওয়ায় আদলত তাকে ফাঁসির আদেশ প্রদান করেন। বাকী ২ আসামীকে আনীত অভিযোগ প্রমানিত না হওয়ায় তাদের এ মামল্ ◌াহতে খালাস প্রদান করা হয়।

আরো পড়ুন – ঝিনাইদহ শেখ কামাল টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ অবরুদ্ধ